দৈনিক সংবাদ

DEC. 29 2001

৫টি মেডিক্যাল কলেজে নয়া বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স চালুর অনুমোদন

বাকি বিল্লাহ ॥ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের ৫টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নয়া স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়েছে। ৫টি মেডিক্যাল কলেজে মোট কোর্সের সংখ্যা হলো ১শ' ২০টি। তার মধ্যে বেশিরভাগ কোর্সই একই ধরনের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ নয়া কোর্সগুলো চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা শাখা গত ২৪শে ডিসেম্বর এক আদেশে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে। তার মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নয়া ৩১টি কোর্স চালু করা হয়েছে। কোর্সগুলো হচ্ছে এ্যানাটমি এমফিল, ফিজিওলজি এমফিল, বায়োকেমিস্ট্রি এমফিল, প্যাথলজি এমডি মাইক্রো বায়োলজি এমডি, কমিউনিটি মেডিসিন এমপিএইচ, ইউরোলজি এম. এস, নিউরোসার্জারি এম.এস, পেডিয়েট্রিকস, ডিসিএইচ, পেডিয়েট্রিকস এমডি, অর্থোপেডিক্স এম.এস, অর্থোপেডিক্স ডিপ্লোমা ইন অর্থো, গাইনি অ্যান্ড অবস ডিজিও, গাইনি অ্যান্ড অবস এম.এস. চক্ষু ডিএলও, চক্ষু এমএস, কার্ডিওলজি ডিপ্লোমা, কার্ডিওলজি এমডি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এমফিল, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এমডি, নাক, কান গলা এম এস, নাক কান গলা ডিপ্লোমা ইন অটোল্যারিংগলজি, চর্ম ও যৌন ডিপ্লোমা ইন ডার্মোটলজি, ভিনারোলজি, মেডিসিন এমডি, ইন্টারন্যাল মেডিসিন, নিউরো মেডিসিন, নেফ্রোলজি, শিশু সার্জারি এম.এস, অ্যানেসথেসিয়া এমডি, অ্যানেসথেসিয়া ডিপ্লোমা ইন অ্যানেসথেসিয়া, রেডিও থেরাপি ডিএমআরটি ও ফার্মাকোলোজি অ্যান্ড থেরাপিউটিক্স এমডি কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়েছে।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ২২টি কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ফরেনসিক মেডিসিন ডিএফএম, অটোল্যারিংগলজি এমএস উল্লেখযোগ্য। অন্য কোর্সগুলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মতো।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ২৫টি কোর্স চালু করা হয়েছে। কোর্সগুলো হচ্ছে ঃ ইন্টারনাল মেডিসিন পেডিয়েট্রিকস, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, ডারমাটলজি, নেফেলজি, ট্রোপিক্যাল মেডিসিন— এ কোর্সগুলোর এমডি কোর্স চালু করা হয়েছে। জেনারেল সার্জারি এম.এস অবস গাইনি এম.এস, অর্থোপেডিক্স এম.এস, অবথালমোলজি এমএস, নিউরোসার্জারি এম.এস, অ্যানেসথেসিয়া এমডি, ইউরোলজি এম.এস, প্যাডিয়েট্রিকস সার্জারি, এম.এস, এনাটমি এমফিল, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথলজি, মাইক্রো বায়োলজি, ফার্মাকোলজি, কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিক্স, ডার্মাটোলজি ও এমপিএইচ কোর্সে এমএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কোর্সগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ২৬টি কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ১৬টি কোর্স চালু করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, মেডিক্যাল কলেজগুলোর বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে কোর্স পরিচালনার ব্যয় মিটাতে হবে। সূত্র আরও জানায়, যেসব কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে সে সব কলেজে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক কিংবা বিভাগীয় প্রধানের শূন্যপদ পূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্র জানায়, কোর্সগুলোর মেয়াদ ১ বছর, ২ বছর। এছাড়া কোনটির মেয়াদ আরো অনেক বেশি হবে। এ কোর্সগুলো চালু হলে সারাদেশে চিকিৎসা, শিক্ষা, শিক্ষকের সঙ্কট কমবে। অসহায় ও গরীব রোগিরা গ্রাম পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসা পাবে। সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউট পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্সের শিক্ষক ও চিকিৎসক নিয়োগ দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সূত্র জানায়, যে সকল কোর্স চালুর পূর্ব অনুমোদন ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা সম্প্রসারণ হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ফেরদৌস আরা তার মতামতে বলেন, সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ সময়োপযোগী। এটা আরো আগে নেয়া উচিত ছিল। দেশের ১৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। শিক্ষক হতে হলে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাস করতে হয়। এর ফলে দেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়বে।

এ ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কলেজ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

কলেজ ঃ মেডিক্যাল

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ এবং গবেষণা অনুষদের ডিন ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, সরকার মেডিক্যাল কলেজগুলোর আবেদন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে দেশের ৫টি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স করার ফলে সুবিধাই হলো— তিনি আরো বলেন, এ কোর্স চালু করার ফলে দেশে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়বে। তখন সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে। তার পরও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে জটিলতা থেকে যায়।

শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে কর্মকমিশনের সুপারিশ ছাড়া নিয়োগ করা যায় না। অন্য কোন সেক্টরে এ সমস্যা নেই। এ কোর্সগুলোর মেয়াদ ৩ বছর বেশি হয়। স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর ফলে দেশে চিকিৎসা শিক্ষার মান বাড়বে। রোগীরা উন্নত চিকিৎসা পাবে।